সমকাল

তারিখ ... 02 DEC 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

অনিশ্চিত শিক্ষাজীবন

শিক্ষা গৌণ, রাজনীতিই মুখ্য!

নভেম্বর-ডিসেম্বর বাংলাদেশের হাজার হাজার স্কুলে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের সময়। এ সময়েই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণ করা হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে এই পরীক্ষায় অংশ নেবে অন্তত ১১ থেকে ১২ লাখ ছাত্রছাত্রী। গত কয়েক বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অনেক প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক উদ্যোগের কারণে এ ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছিল। এই ডিসেম্বরেই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে পৌঁছে যায় বিনামূল্যের পাঠ্যবই, এ বছরে যা পাবে প্রায় ৩ কোটি ৬৯ লাখ শিক্ষার্থী। গত কয়েক বছর ধরে এই সময়টিতেই সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু রাজনীতির কারণে এখন প্রতিদিনই সংবাদপত্র ও বেতার-টিভিতে থাকছে স্থগিত ও তারিখ পরিবর্তনের ঘোষণা। বলা হয়ে থাকে, শিক্ষার্থীরা কোনো দলের নয়, দেশের সম্পদ। কিন্তু ওপরের চিত্র থেকে তা বলার উপায় নেই। যাদের কারণে এই ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাদের কাছে আগে রাজনীতি, পরে শিক্ষা। এমন নয় যে হঠাৎ করেই তাদের সামনে এ সমস্যা এসে পড়েছে। বাংলাদেশে স্কুল শিক্ষার এমন ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে যে ঘরে ঘরে এখন শিক্ষার্থী। প্রায় প্রতিটি ঘরে কিংবা তাদের নিকটজনের পরিবারে দেখা যায় মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী। তাহলে এই কোটি কোটি শিক্ষার্থী কেন পরীক্ষার জন্য ছাড় পাবে না? রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য বিবদমান দুই পক্ষ পরস্পরকে দায়ী করছে। নির্বাচন ইস্যুতে তারা নিজ নিজ অবস্থানে অনড় এবং কেউ কাউকে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে রাজি হচ্ছে না। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি অভাবনীয় উন্নতির যুগে এটা হয়তো ভাবা যায় না। কিন্তু বাংলাদেশ যে সব সম্ভবের দেশ! রাজনৈতিক কর্মসূচি কয়েকটি দিনের জন্য স্থগিত রেখে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার সুযোগ করে দেওয়া কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু যারা জেনেশুনেও এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার দিনে হরতাল-অবরোধ ডাকে, তাদের আছে এমন আবেদন অরণ্যে রোদন ছাড়া কিছুই নয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ অনেক আবেদন-নিবেদন করেছেন। তবে সরকারের তরফেও যেমন উদ্যোগ প্রত্যাশিত ছিল, সেটা হয়নি। তারা বিরোধীদের দোষারোপ করে চলেছে। কিন্তু পরীক্ষা কার্যক্রম ও বই বিতরণের মতো কর্মযজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য বিরোধীদের সঙ্গে এটি সমঝোতায় উপনীত হওয়ার জন্য যে ধরনের আন্তরিক চেষ্টার প্রয়োজন ছিল, সেটা দেখা যায়নি।

কেবল স্কুল পর্যায়ে নয়, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়াশোনা ও পরীক্ষার কাজ দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সময়ের কাজ সময়ে করা চাই– এটা প্রবাদ। আমাদের দেশের রাজনৈতিক কর্মসূচি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটা অনুসরণ করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে শিক্ষার্থীদের স্বার্থের প্রশ্ন যখন আসে, তখন তা আদৌ বিবেচনা পায় না। এখন কোটি কোটি ছাত্রছাত্রী যদি ক্ষোভ-দুঃখে বলে যে, ধিক এ রাজনীতি– তাদের কী করে দোষ দেবেন? তবে দুর্ভাগ্যের এখানেই কিন্তু শেষ নয়। সামনে অবধারিতভাবেই রয়েছে সেশনজট এবং তা কত দীর্ঘায়িত হবে, কেউ বলতে পারে না। এর দায় একান্তই রাজনীতিকদের। কিন্তু তারা যে নিজের ঘরের নিদারুণ ক্ষতি করেও এর প্রতিকারে আদৌ সচেতন নন।